পনপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি

(Dowry as a Social Problem)

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদ পুর গ্রামের ওপর একটি সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্র সমীক্ষা

নাম - সমীকরণ মিদ্যা।

বিভাগ - সমাজতত্ত্ব বিভাগ।

ষষ্ঠ সেমিস্টার

বিষয়- সমাজতত্ত্ব।

PAPER CODE - D.S.E4T

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ক্রমিক নং- 1116116-200234

রেজিস্ট্রেশন নং- ১১৬০১৪৫

অফ ২০২০ - ২০২ /- 2021

ঘোষণাপত্র

আমি এত দ্বারা ঘোষনা করিতেছি যে পণ প্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় মুরাদপুর গ্রামের উপর একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা শীর্ষক যে যে অনুসন্ধানমূলক কাজটি উপস্থাপন করেছি, যা সমাজ তত্ত্বের স্বাতক ডিগ্রি লাভ করার একটি আংশিক প্রয়োজনীয়তা শিদ্ধ করে। এই গবেষণামূলক পণ প্রথাটির কাজ আমি অধ্যাপক ড: হাসিবুর রহমান এর অধীনে সম্পূর্ণ করেছি ,সঙ্গে আমি আর ঘোষনা করিতেছি যে এই অসম্পূর্ণ কাজটি সম্পূর্ণ মৌলিক এবং এই কাজটি আমি আংশিক বা সমানভাবে অতীতের কথা উপস্থাপন করিনি এবং ভবিষ্যতে করব না।

অধ্যক্ষের স্বাক্ষর

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

Acknowledgement

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের স্নাতক ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুসারে উপস্থাপিত এই ক্ষেত্রসমীক্ষার পরে এই ক্ষুদ্র গবেষণামূলক প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে আমি যাদের কাছ থেকে আন্তরিক উৎসাহ সহযোগিতা নির্দেশনা লাভ করেছি তাদের জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

আমি সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাই আমরা তত্ত্বাবধায়ক তথা হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান ডঃ হাসিবুল রহমান মহাশয় কে যার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে আমরা অনুসন্ধান মূলক কাজটি সম্পন্ন করেছি সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই সমাজতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষিকা ডঃ অনন্যা চ্যাটার্জী ও মৌতান রায় মহাশয়াকে। সমীক্ষা ও গবেষণার কার্যে যাদের কাছ থেকে বিশেষ সহযোগিতা পেয়েছি। আমি ধন্যবাদ জানাই মুরাদপুর গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষ জনকে ও স্বপন বাবুকে যাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া আমরা এই গবেষণামূলক কাজটি করতে যে সচেষ্ট হতে পারতাম না।

এছাড়াও মুরাদপুর গ্রামের প্রত্যেক জনসাধারণ যারা আমাদের উত্তর দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের সিফাত পদে আমরা শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই ধন্যবাদ জানাই সেইসব গ্রন্থ চয়িতাদের যাদের গ্রন্থ বই পুস্তক নির্ভর করে আমরা গবেষণাটি করতে আর বিশ্লেষণ করতে উদ্যোগ হয়েছি এবং ধন্যবাদ জানাই আমরা সকল সহপাঠক পাঠিকা বন্ধুদের যারা আমায় সঙ্গে থেকে আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে। পরিশেষে বলি যে আমার এই গবেষণাটি সর্বত্রভাবে সুন্দর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও যদি কিছু ভুল থেকে থাকে এর জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। এই যতটুকু সাফল্য অর্জন করেছি তা আমার শিক্ষাগুরু শ্রীপাদ পদে নিবেদন করলাম।

ইতি

সমীকরণ মিদ্যা
ষষ্ঠ সেমিস্টার
সমাজতত্ত্ব বিভাগ
হলদিয়া সহকারী মহাবিদ্যালয়
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ :

স্থান : হলদিয়া

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Mr. Samikaran Midya, Semester X, Roll 1116116 No. 200234 has done intensive field works at [illegible] village of Chandipur Block under my supervision.

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা :

সামাজিক সমস্যায় সংজ্ঞা দাও :

সামাজিক সমস্যা হল এমন একটি নৈতিবাচক ঘটনা যা সমাজে বসবাসকারী মানুষকে স্বাভাবিক জীবনযাপনে বাঁধা সৃষ্টি করে। এটি সামাজিক জীবনযাত্রা বাঁধা প্রদান করে। আবেগীয় ও অর্থনৈতিকভাবে সামাজিক উন্নয়নের ব্যাহত করে। সামাজিক সমস্যা এমন একটি অবস্থা যা আবেগীয় অর্থনৈতিক দুর্দশা সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজের মানুষকে কথা ও মূল্যবোধ পরিপন্থী কাজের দিকে ধাবিত করে। হটন ও লেসলি বলেছেন যে সামাজিক সমস্যা হলো এমন একটি সামাজিক অকথা যা সমাজের অধিকাংশ লোকের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে এবং সঙ্গবদ্ধভাবে যা মোকাবিলা করার প্রয়োজনীতা অনুভূত হয়।
সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদ গুলি লেখ।

সমস্যা উদ্ভবের স্থানের ভিত্তিতে সমস্যা দুই প্রকার।

শহরের সামাজিক সমস্যা।
গ্রামীণ সামাজিক সমস্যা।

সমস্যা উদ্ভবের সময়ে বিচারের সমস্যা তিন প্রকার।

আদিম সমাজের সমস্যা।
কৃষিভিত্তিক সমাজের সমস্যা।
শিল্পভিত্তিক সমাজের সমস্যা।

কারণ থেকে সামাজিক সমস্যা চার প্রকার।

১. অর্থনৈতিক কারণে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যা।
২. শারীরতাত্ত্বিক যা জৈবিক কারণে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যা।
৩. মনস্তাত্ত্বিক কারণে সৃষ্ট সমস্যা।
৪. সাংস্কৃতিক কারণে সৃষ্ট সমস্যা।

সূচিপত্র
(CONTENT)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার i
ঘোষণাপত্র ....

অধ্যায় নং	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	ভূমিকা, ...	
	সামাজিক সমস্যা প্রকারভেদ.........	
	পণ প্রথার সংজ্ঞা	
	পণ প্রথার ইতিহাস	
	পণ প্রথার বৈশিষ্ট্য বিষয় নির্বাচন	
	পুস্তক পর্যালোচনা	
	গবেষণার উদ্দেশ্য	
	গবেষণা লব্ধ পদ্ধতি......................	
	অসুবিধা........,............................	
দ্বিতীয় অধ্যায়	প্রাপ্ত তত্ত্বের বিশ্লেষণ......................	
তৃতীয় অধ্যায়	জীবন বৃত্তি ..,..................................	
চতুর্থ অধ্যায়	সারাংশ ও উপসংহার....................	
	পরিশিষ্ট	
	সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি.................................	

পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি
Dowry as a Social Problem

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় চন্ডিপুর ব্লকের অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামের উপর একটি সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্রসমীক্ষা।

নাম : সমীকরণ মিদ্যা (Samikaran Midya)
বিভাগ : সমাজতত্ত্ব (sociology)

হলদিয়া সহকারী মহাবিদ্যালয়
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

ক্রমিক নম্বর : ১১১৫১১৫- ২০০২৬৪
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১১৬০১৪৫ অফ ২০২০-২০২১/2021

পণ প্রথার সংজ্ঞাঃ।

একটি সাধারণ পরিবারের বিবাহের সময় যদি ছেলেপক্ষ নিজেদের স্বার্থে ও কল্যাণে মেয়ে পক্ষের কাছ থেকে কিছত উপহার, টাকা, সম্পত্তি ইত্যাদি, জোরপূর্বক চেয়ে বসে সেটাই হল পণ বা যৌতুক। আর বর্তমান সমাজে একটা সংস্কার হয়ে উঠেছে। এই সংস্কার বা প্রথাই হল পণপ্রথা, বিবাহকে কেন্দ্র করে যা বিবাহের উপলক্ষে পাত্র-পাত্রী এবং তাদের বাবা-মা এবং নিকটবর্তী জাতিক মধ্যে দান উপহার উপঢৌকন এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যা বা ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী প্রদেয় দেনা পাওনা ও বোঝানোর জন্য পৃথিবীর সব দেশে সব সময় বৈবাহিক লেনদেন প্রথা রয়েছে।বাংলাদেশে সমাজেও বিবাহ উপলক্ষে অনেক রকমের লেনদেন হয়ে থাকে, পণপ্রথা তাদের মধ্যে অন্যতম।

অর্থাৎ এদেশের সমাজে এমন একটা অসামাজিক লক্ষণ পাত্রের বাবা মা কে পাত্রীর জন্য অর্থাৎ পাত্রীকে বিবাহ করার জন্য নির্দিষ্ট অংকের টাকা পণ হিসাবে দিতে হবে। তখন কনের বাবা কন্যাকে ভরণপোষণ ভাবো যা বরপক্ষকে আদর আপ্যায়ন করা বা বরাদ্ধ নগদ অর্থ প্রদান করতেন। এটা কে পণ বা কন্যাপণ হিসাবে গণ্য করা হতো। পণ প্রথা ছাড়া বিয়ে করা নজির তখন কম দেখা যেত তবে বর্তমান সমাজে পণ প্রথা পরিবর্তনে যৌতুক প্রথা আমাদের সমাজে প্রবেশ করে সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সচেতন জনগণকে এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশু প্রয়োজন।

পণপ্রথার ইতিহাস

মানুষ জীবনে বিবাহ একটি সামাজিক বিধান। ব্যক্তি ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়নে বৃহত্তম সমাজের কল্যাণ সাধনের এর মূল উদ্দেশ্য।

আর পণপ্রথা হল একটি হৃদয়হীন সমাজের নির্লজ্জ । নারীপীড়নের অন্যতম হাতিয়ার। নারীর এই অধিকার হরণের চিত্র সর্বযুগে নয়। এই ঘৃণ্য মানসিকতার পরিচয় আছে ঋকবেদের কাশ্যবনের কল্যাণ সম্প্রসারণের ঘটনায়। মহাভারতের সুদ্রুত উপাসনে আমাদের বঙ্গভূমিতে রাজা বল্লাল সেন এর আমল থেকেই কৌলিন্য প্রথার ফলে কুলীন পাত্রের চাহিদা বিয়ের বাজারের বেড়ে ছিল অস্বাভাবিক রকম। কন্যা অরক্ষণীয়া হওয়ার আসে পাত্রস্থকরে সামাজিক নিপীড়ন পরিত্রাণ পেতে চাইতেন পিতা-মাতা মোটা অংক প্রাপ্তির চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ছাতনা তলায় টোপর মাথায় দাঁড়াতেন কুলিন বংশীয় তনয় । এই আমাদের পণ প্রথা এবং যৌতুক প্রথার ইতিহাস।

পণ প্রথার বৈশিষ্ট্যঃ

১. পণপ্রথার বৈশিষ্ট্য হল একটি সাধারন পরিবারের বিবাহের সময় যদি ছেলের পক্ষ নিজেদের স্বার্থে ও কল্যাণের মেয়ের পক্ষের কাছাকাছি কিছু উপহার টাকা সম্পত্তি ইত্যাদি জোরপূর্বক চেয়ে বসে সেই হল পণ প্রথার মূল বৈশিষ্ট্য।

২. আর প্রাচীন থেকে পুরাতন সমাজ থেকে বর্তমান সমাজের এটা একটা সংস্কার হয়ে উঠেছে এই সংস্কারের প্রথাই পণ প্রথা।

৩. পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে উঠে আসে প্রাচীনকাল থেকেই।

৪. পণপ্রথা আমাদের দেশের বহু দিন আগে থেকেই প্রচলিত সমাজে শ্রেণী ও ধর্মের মত পার্থক্য অনুযায়ী পণ প্রথা লক্ষণীয় । আমাদের মুসলমান সমাজের শরিয়ত অনুযায়ী তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের সময় কন্যা পক্ষকে পণ বা মোহরানা হিসাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

৫. অনেক সময় পণের অর্থ সংগ্রহের সময় সময় সাপেক্ষ হলে অধিকাংশ পাত্রকে সঙ্গতি অর্জনের পর অধিক বয়সে বিয়ে করতে বাধ্য হতে হয়।

পণপ্রথার সুবিধাঃ

বর্তমান এবং প্রাচীনকাল থেকে দেখতে গেলে যাদের বাড়িতে পুত্র সন্তান আছে তাদের কাছে পণ নেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এবং তাদের কাছে সুবিধে রয়েছে।

পণপ্রথার অসুবিধাঃ

প্রাচীনকাল ও বর্তমান যুগের কন্যা দায়গ্রস্থ পিতা কে কন্যার বিয়ে দেওয়ার জন্য অনেক অর্থ সম্পত্তি রাখতে হয়। না হলে পাত্রপক্ষ সহজে পথ ছাড়া বিয়ে করতে রাজি হয় না তারা পণ নিয়ে বিয়ে করতে চায় এবং কন্যা পক্ষের অসুবিধা হয়।

প্রাচীনকালে ব্যবলনীয় সভ্যতা, গ্রিক সাম্রাজ্য রোমান সাম্রাজ্য পণ প্রথার বিশেষ বিস্তার ছিল।

পণপ্রথার ফলে ছেলে পক্ষের টাকা পয়সা সম্পত্তি গাড়ি বাড়ি ইত্যাদি যৌতুক হিসেবে দাবি করেন

পণপ্রথা অথবা যৌতুক প্রথাকে কুপ্রথা ও বলা হয়েছে ।কারণ কেউ কেউ সমাজের কুপ্রথা হিসাবে দেখেছেন। কেউ কন্যা পক্ষের থেকে ছেলে পক্ষকে টাকা পয়সা দিতে হয় বলে যৌতুক প্রথা হিসাবে দেখছেন।

১০. প্রাচীনকালে জোরদার জমিদার থেকে বা বণিক সম্প্রদায় পণ প্রথার আবির্ভাব ঘটে।

বিষয় নির্বাচন

Statement of the problem

বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাগুলির মধ্যে আমাদের সমাজে অনেক সামাজিক সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে পণপ্রথা একটি সামাজিক সমস্যাটা এখনো কেন টিকে রয়েছে কি কারনে রয়েছে এর ফলাফল মানুষের সমাজে কিভাবে পড়েছে ফলে আমাদের সম্পর্কগুলো কি ধরনের হয়েছে আমাদের মনুষ্যত্বগুলো কতগুলো টিকে আছে এইগুলো জানার জন্য আমি বিষয়টাকে নির্বাচন করেছি অর্থাৎ এই নির্বাচনের মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজের সমস্যা গুলির মধ্যে পণ প্রথার সমস্যার প্রভাব বিস্তারিত

রয়েছে প্রাচীন সমাজ ও বর্তমান সমাজ আজও পণ প্রথা রয়েছে যার ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন পরিবার কন্যা কন্যার বিয়ে দিতে খুবই সমস্যা দেখা দেয় এই বিষয়গুলি দেখার জন্য নির্বাচন করার মূল কারণ এছাড়াও এই সমাজের অনেকগুলো সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়েছে যা প্রাচীন ও মধ্যসহ বর্তমান সমাজে ও এর প্রভাব পড়েছে তা আমি পণপ্রথা সামাজিক সমস্যার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এই পণপ্রথার আসার কারণে পিছত মিষ্টিমধুর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার আগেই ভেঙে পড়েছে এর ফলাফল হিসাবে বলতে গেলে সুসম্পর্ক গুলো কি ধরনের হচ্ছে এছাড়াও আমাদের মনুষত্বগুলো কতটা সভ্যতার দিকে আছে বা মানসিকতা আর আমাদের বর্তমান সমাজের পরিস্থিতি গুলো কোন দিকে রয়েছে আর এই সমাজের কথার কতটা মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে এইসব গুরুত্ব দিয়ে দেখবার জন্য আমি এই বিষয়টা সুন্দরভাবে নির্বাচন করলাম এছাড়া সমাজের বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী সমাজে প্রথার কোন দিকে রয়েছে কি কারনে রয়েছে বা কি জন্য রয়েছে এর ফলাফল কি ধরনের হচ্ছে? এখনো যা এই পণপ্রথা কেন টিকে রয়েছে এই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য ও এছাড়াও এই পণ প্রথার থাকার কারণে বর্তমানে মানুষের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক গুলো কেমন রয়েছে কিভাবে টিকে রয়েছে আর বর্তমান সমাজে কটা বিয়ে কথা কে উদ্দেশ্য করে হচ্ছে বা কোন নেওয়া দেওয়ার কাজ বা কারণে ভেঙে যাচ্ছে বা সম্পর্ক ও বিয়ের পর কোন বউ তার শ্বশুরবাড়িতে কিভাবে জীবন যাপন করছে আর এইসব আরো অন্যান্য সমস্যাগুলো তাদের মধ্যে কতটা বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে সম্পর্ক গুলো নষ্ট হচ্ছে আর এই কথার কারণে কটা পরিবার অসহায় গরিব ও দেউলিয়া হয়ে পড়েছে আর এই প্রথা কতটা সামাজিক সমস্যা মূল কারণ এবং বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে তা গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য আমি এই বিষয়টাকে নির্বাচন করলাম।

Research Methodology

গবেষণা লব্ধ পদ্ধতি

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় এর পাঠক্রম অনুযায়ী সাম্মানিক সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র ও ছাত্রীদের একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে হয়। ক্ষেত্র সমীক্ষা করার জন্য আমাদের কে একটি ক্ষেত্র বা গ্রাম নির্বাচন করতে হয় । এই গ্রাম নির্বাচনের বিষয়টি সাধারণত আমাদের বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা বৃন্দ ... করে থাকেন। বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক বিষয়গুলি মাথায় রেখে এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয় না ক্ষেত্র সমীক্ষা কাজটি সমীক্ষার শুরু করার। পূর্বে আমাদের বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা বৃন্দ সমস্ত বিধি সম্মত উপায়ে সঠিক স্থান নির্বাচনে সমাজতান্ত্রিক দিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গুলোকে যথাযথ রেখে এ বছর ২০২৩ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চন্ডিপুর ব্লকে অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামটিকে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে অর্থাৎ এক কথায় আমাদের বিভাগের সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দগণ উল্লিখিত অঞ্চলটিকে মূল অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শুরু করার পূর্বে পাইলট সার্ভে করেছেন (pilot survey) ।

মুরাদপুর গ্রামে আমাদের সমাজতান্ত্রিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া কাজটিকে ত্বরান্বিত করার জন্য যে ধরনের পূর্ব পরিকল্পনা করার দরকার এবং যে সকল আসবাবপত্র সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার দরকার এবং কোন সময় ও কোথা থেকে আমরা মুরাদপুর গ্রামের দিকের রহনা হব সে বিষয়ে জ্ঞান হওয়ার জন্য বিভাগীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দগণ একটি অনলাইন মিটিং এর আয়োজন করেন সেখানে সহ মিটিং এর আমাদের অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকা নির্দেশ দেন যে ক্ষেত্র সমীক্ষার অঞ্চলটি কিভাবে এবং কি ধরনের আচরণ আমরা উত্তরদাতাদের সঙ্গে করব শুধু তাই না গবেষণালব্ধ পদ্ধতি কাজ সম্পন্ন করার জন্য রিসার্চলজি অর্থাৎ গবেষণার পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের জানানো হয়েছিল।

এরপর ২০২৩ সালে ১১ই ফেব্রুয়ারি সকাল ৯.৩০ মিনিট নাগাদ আমরা সবাই ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজ শুরু করবার জন্য আমরা সবাই মুরাদপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হই অবশেষে আমরা দুপুর ১২ টার নাগাদ সেখানে পৌঁছায়। মুরাদপুর গ্রামে এসে পৌঁছানোর পর দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করবার পর সেখানে রুমের কক্ষে চলে যাই। এই গবেষণা লব্ধ প্রবন্ধটি মূলত দুই ধরনের তথ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে । এই দুই ধরনের তথ্য হলো প্রাথমিক তথ্য বা Primary Data এবং গৌণ তথ্য Secondary Data এই গবেষণা লব্ধ প্রবন্ধটি কাজ সম্পন্ন বিদ্যালয়ে করবার জন্য আমরা মুরাদপুর গ্রামের একটি বেসরকারি পক্ষে আবাসিক রুমে ১১ থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত থেকে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি।

পণপ্রথার একটি সামাজিক ব্যাধি শীর্ষে শীর্ষক বিষয় প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য আমরা যে সকল সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছি সেগুলি হল Questionrise, Schedule, পর্যবেক্ষণ জীবনবৃত্তি এবং সাক্ষাৎকার পদ্ধতি । এছাড়াও আমরা Case study সংগ্রহ করবার জন্য নমুনা চয়ন সংগ্রহ করেছি।

গবেষণার উদ্দেশ্য

Aims And Objections Of The Study

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি হল অর্থাৎ এই প্রবন্ধই এর উদ্দেশ্য গুলি হল নিম্নরূপঃ
আমি জানতে চাইছি যে গ্রামের মানুষ পণ প্রথা বলতে কী বোঝেন?
গ্রামীণ সমাজে এখনো পণপ্রথা চালু আছে কিনা?
অর্থাৎ গ্রামীন সমাজে পন প্রথার চালু থাকলেও এর এই পণ প্রথার পিছনে কারণ গুলি কি কি?
গ্রাম্য লোকেদের কাছে পণপ্রথার সংজ্ঞাটা কি রকম?
এবং এই পণপ্রথার চালু থাকলে সামাজিক কি ধরনের প্রভাব এসে পড়েছে?
সুপ্রভাব নাকি কুপ্রভাব এসে পড়েছে?
এই পন প্রথার কারণগুলি কি কি?
গ্রামের মানুষেরা কেন পন দেয়?
গ্রামের মানুষেরা কি পন দেওয়া ও নেওয়ার পক্ষে?
পণপ্রথা কি ঘৃণাযুক্ত অভিশাপ?
পণপ্রথা জন্য কারা দায় এই সমাজ নাকি মানুষ জন?
পন দিলে কি এই সমাজে মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয়?
পণপ্রথা কি একটি জ্বলন্ত বিষয় ?
বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে আপনি কি পণপ্রথার সমর্থন করেন?
এই সমাজে অর্থাৎ গ্রাম শহরে পন প্রথা থাকার ফলে পণ প্রথার কি কি প্রথা হতে পারে?
পণপ্রথার সম্পর্কে গ্রামের মানুষজনরা কি অবগত?
এই সমাজের কাছে কোন কথা কি একটি ঘৃণাযুক্ত সামাজিক অপরাধ?

এই অধ্যায়নে সাধারণ উদ্দেশ্য হলো এই পরিবর্তন এবং ধারাবাহিকতা মূল্যায়ন করা অতীত এবং বর্তমান সময় অধ্যায়ন প্রক্রিয়ায় যৌতুক প্রথা কিভাবে অনুসরণ করা হয় পণপ্রথার পাশাপাশি ধারাবাহিকতার কি পরিবর্তন করা হয়েছে অর্থাৎ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল পণপ্রথার কি পরিবর্তন হয়েছে।
নির্দিষ্ট অধ্যায়ন এলাকার যৌতুক প্রথার কারণ খুঁজে বের করা গবেষণার বিশেষ উদ্দেশ্য হল যৌতুক কথা এর পরিবর্তন সম্পর্কে মানুষের প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করা।

পুস্তক পর্যালোচনা

1) ২০০৬ সালে ডক্টর অনাদিকুমার মহাপাত্র ভারতের সামাজিক সমস্যা নামক একটি গন্ধ পুস্তক রচনা করেন তিনি তার এই বইটিতে পণপ্রথার বা যৌতুক বিবাহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

2) ২০০১ সালে ডাক্তার অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী ভারতের সামাজিক সমস্যা প্রেক্ষাপটে মূল বিষয়বস্তু নিয়ে আলোকপাত করেছেন তিনিও কোন প্রথা নিয়ে আলোকপাত করেছেন।

3) D.R. Ahuja Ram 1997 সালে Social Problem in India নামক English book টিকে Dowry System নিয়ে মূলকিছুত বক্তব্য রেখেছেন।

4) ডা: সুব্রত সেন সতী প্রিয়া ও পণপ্রথা বইতে উভয় বিষয় ও পণপ্রথার আইন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

5) এছাড়াও অনেক সমাজসেবক ও লেখক কবি Socialist সবাই পণ প্রথা অর্থাৎ Dowry নিয়ে আলোচনা করেছেন।

সমাজতত্ত্বের ছাত্র বা ছাত্রী হিসেবে আমরা সবাই জানি, নমুনা চয়ন এবং অনেকের ভাগ রয়েছে কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ করবার জন্য এক্ষেত্রে আমরা উদ্দেশ্যমূলক নমুনা চয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করেছি।

আয়ের পক্ষান্তরে আমরা এটাও জানিয়ে পর্যবেক্ষণের প্রক্রিয়া অনেক ভাগ রয়েছে কিন্তু প্রাথমিক তদন্তে সংগ্রহের জন্য আমরা অংশগ্রহণ পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। এছাড়াই গবেষণামূলক প্রবন্ধ টির কাজ করা সম্পূর্ণ করবার জন্য আমরা গৌণ প্রথা বা Secondary Data এর সাহায্য নিয়েছি গৌণ তথ্য সংগ্রহ করবার উৎস গুলি হল বিভিন্ন পুস্তক পুস্তিকা, জার্নাল, পেপার পত্রিকা, ম্যাগাজিন, ল্যাবরেটরি বিভিন্ন বক্তৃতা ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবসাইট এই সহ অভিব্যক্তিরা এই গবেষণা লব্ধ প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ রূপ দেওয়ার জন্য অভিব্যক্তিত্ব উত্তরদাতা ছাড়াও অন্যান্য হিউম্যান দের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

-: অসুবিধা :-

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের থেকে ষষ্ঠ সেমিস্টারে শিক্ষক ও শিক্ষিকা সহ বন্ধু বান্ধবীদের সঙ্গে ১১ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একটি গবেষণা করতে গিয়েছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় নন্দীগ্রামে চন্ডিপুর থানায় মুরাদপুরের সংলগ্ন একটি গ্রামে। সেখানে গিয়ে আমি বেশ কিছু প্রশ্ন নিয়ে গ্রাম বাসীদের উদ্দেশ্যে রেখেছিলাম। একটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে আমার গবেষণামূলক প্রশ্ন ও উদ্দেশ্য ছিল পনপ্রথা যৌতুক প্রথার ওপর গুরুত্ব দিয়ে।

আমি এই গ্রামে কোন প্রথার বিষয়ে উপর গবেষণা করতে গিয়ে বেশ কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ছিলাম অর্থাৎ এই গবেষণার এবং সামারি করতে গিয়ে কিছু অসুবিধাতে পড়েছিলাম।

প্রথমে বেশ কয়েকটি পরিবারের থেকে কোনরকম ভাবে সাহায্য পায়নি আর সেই পরিবারগুলোতে সার্ভে করেছিলাম । সেইগুলো থেকেই পুরো উত্তর পাইনি। কিছুটা পেয়েছিলাম এবং কিছু কিছু পরিবার আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছিল কেউ কেউ অর্থাৎ মেয়ে মানুষরা উত্তর দিতে সংকোচবদ্ধ করেছিল। তাকে এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে কিছু অসুবিধা হয়েছিলেন।

এবং আর কিছু পরিবার থেকে উত্তর সহ সংগ্রহ করতে আমার খুবই অসুবিধা হয়। কারণ তারা তাদের ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলতে চাইছিল না। আর দু একটি পরিবার রেগে গিয়ে বলেছিল তোমাদের উত্তর আমাদের লাভ কি হবে তাই আমিও সেই সময় কিছুটা অসুবিধা ও সমস্যাতে পড়েছিলাম আর চার পাঁচটি পরিবার খুবই ভালো ব্যবহার ও উত্তর করেছিল ও দিয়েছিল তার মধ্যে একটি পরিবার বলেছিল আমরা কি সরকার থেকে এসেছি যখন বললাম কলেজ থেকে এসেছি তখন ওরা বলল এত সময় দিতে পারবে না উত্তর দেওয়ার সম্ভব নয়। এর ফলে আমি একটি সমস্যা ও অসুবিধাতে পড়লাম।

এইভাবে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় অসুবিধা হয়েছিল এবং survey সম্পূর্ণ করেছিলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

১) ভূমিকাঃ গ্রামের নাম : মুরাদপুর, থানা : চন্ডিপুর, পিন কোড : ৭২১৬২৫, পঞ্চায়েত অফিসের নাম : দিবাকরপুর, ডাকঘর : হাঁস চড়া, পঞ্চায়েত প্রধানের নাম : চিন্ময় ভূঁইয়া, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর,

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামের আমরা হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয় সমাজতত্ত্ব বিভাগের সকল ছাত্র-ছাত্রীরা পণপ্রথার এই বিষয়টির উপর এই ক্ষেত্রে সমীক্ষা করতে গিয়ে সেখানকার পরিবেশের পরিস্থিতি, জনসংখ্যা ,বেকারত্ব, গৃহ ঘরবাড়ি ও যৌতুক সব বিষয় নিয়ে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হলো।

Map

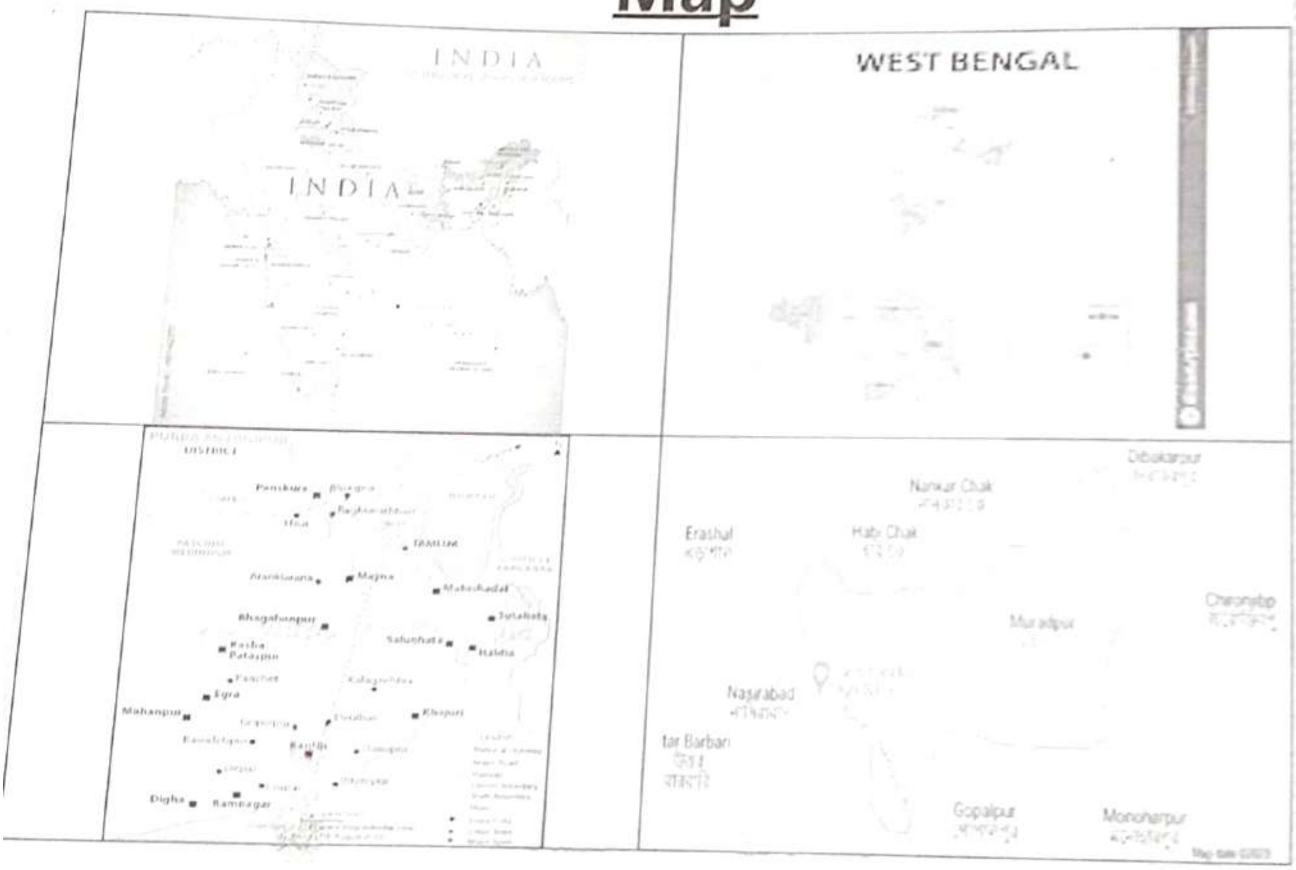

সারনী - ৪

উত্তরদাতার ধর্ম

ধর্ম	পরিবার Family	%
হিন্দু	100	90%
মুসলিম	10	9%
মোট	110	100%

সূত্র= ক্ষেত্র সমীক্ষা

Pie chat

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয় এর পক্ষ থেকে সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা পনপ্রথার উপর মুরাদপুর গ্রামের একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে অর্থাৎ গবেষণা করতে গিয়ে জানতে পারলাম। এই গ্রামের উত্তরদাতার ধর্ম হিন্দু ও মুসলিম দুই ধর্মেরই মানুষ রয়েছে। তাদের মধ্যে হিন্দু ১০০ জন আর মুসলিম আর ১০ জন। মোট ১১০ জন রয়েছে।

সারনী -৫

উত্তরদাতার পেশা (Occupation)

পেশা (Occupation)	সংখ্যা	%
চাকুরী	15	13%
কৃষিকাজ	42	38%
দিনমজুর	20	18%
ব্যবসা	16	14%
অন্যান্য	17	15%
মোট	110	100%

সূত্র= ক্ষেত্র সমীক্ষা

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয় এর সমাজতত্ব বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা পণপ্রথার উপর গবেষণা করতে মুরাদপুর গ্রামে গিয়ে সেখানে উত্তর দাতাদের বয়সের তালিকা জানতে পারি। তবে মুরাদপুর গ্রামে ১৫ থেকে ২৫ বয়সের আছে ১৫ জন। ২৬ থেকে ৩৬ বয়সের আছে ২১ জন। ৩৭ থেকে ৪৭ বয়সের আছে ৩৪ জন। ৪৮ থেকে ৫৮ বছর বয়সের আছে ২৫ জন। এবং ৫৯ বছরের আছে ১৫ জন।মোট বয়সের তালিকা ১১০ জন।

সারনী -৩

উত্তর দাতার জাতি

জাতি	জনসংখ্যা	%
SC	5	4%
ST	4	3%
OBC	2	1%.
GEN	99	90%

সূত্র= ক্ষেত্র সমীক্ষা

Pie Chat

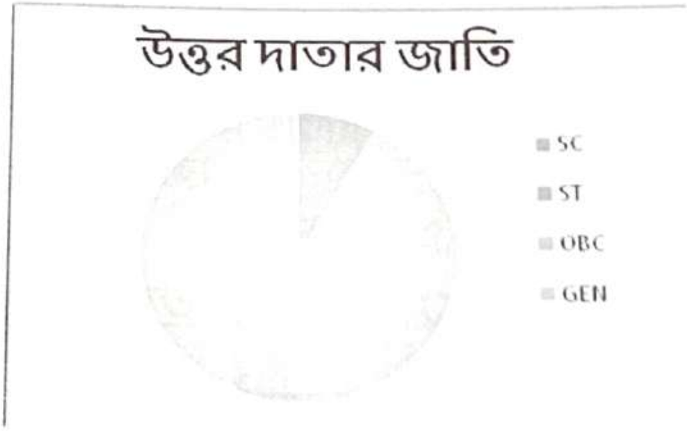

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে সমাজতত্ত্ব বিভাগের সব ছাত্র-ছাত্রী কোন প্রথা ওপরে গবেষণা করতে মুরাদপুরে পৌঁছায়। সেখানে গবেষণা করতে জানতে পারলাম এই গ্রামে উত্তরদাতা জাতি রয়েছে SC, OBC, GENERAL ইত্যাদি তবে তার মধ্যে SC রয়েছে ৫ জন। ST রয়েছে ৪ জন। আর OBC রয়েছে ২ জন। এবং GENERAL রয়েছে ৯৯ জন।

সারনী - ১

উত্তর দাতার সংখ্যাও জনসংখ্যা

উত্তর দাতার সংখ্যা	মোট জনসংখ্যা
110	557

সূত্র= ক্ষেত্র সমীক্ষা

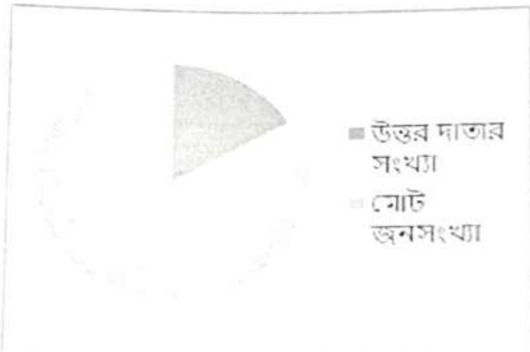

Pie Chat:

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয় এর সমাজতত্ত্ব বিভাগের সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা অর্থাৎ পণপ্রথার বিষয়ে ওপর গবেষণা করতে গিয়ে মুরাদপুর সেখানকার উত্তরদাতাদের সংখ্যা ও জনসংখ্যা ভাগ করতে পারি মুরাদপুর গ্রামের মোট উত্তরদাতার সংখ্যা হল ১১০ জন। মোট জনসংখ্যা হল ৫৫৭ জন।

সারনী -২

উত্তর দাতার বয়স

১৫ - ২৫	২৬- ৩৬	৩৭ - ৪৭	৪৮- ৫৮	৫৯+	মোট
১৫	২১	৩৪	২৫	১৫	১১০

সূত্র= ক্ষেত্র সমীক্ষা

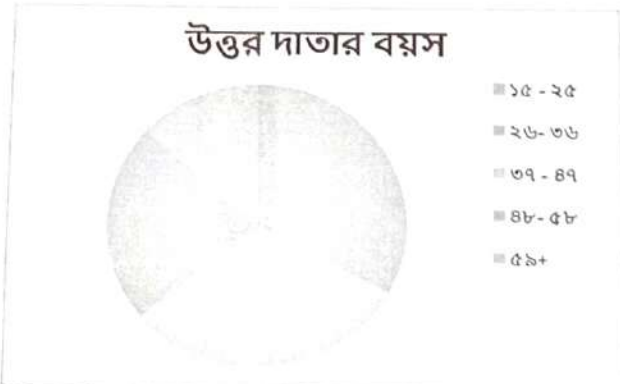

Pie Chat

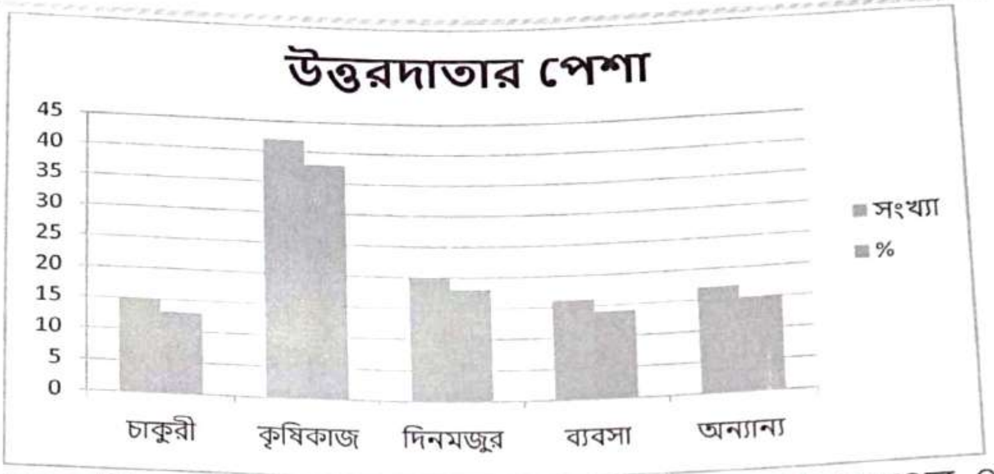

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয় এর সকল ছাত্র-ছাত্রী আমরা মুরাদপুর গ্রামে এই পণপ্রথার উপর গবেষণা করতে গিয়ে দেখলাম, সেখানকার উত্তর দাতাদের পেশায় কেউ কর্মী, কেউ চাষী, কেউ চাকুরিজীবী অর্থাৎ চাকুরিজীবীদের আছে ১৫ জন আর কৃষি কাজ করেন আছেন ৪২ জন।। দিনমজুরের কাজ করেন ২০ জন আছেন। আর ব্যবসায়ী আছেন ১৬ জন আর অন্যান্য কাজের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ১৭ জন আছেন।

সারনী -৬

উত্তরদাতার উপার্জন

চল্লিশের নিচে	৪০০০০-৬০০০০	৬১০০০-৮১০০০	৮২০০০-১০০০০০	১০০০০০ উপরে
23	28	7	27	25

সূত্র= ক্ষেত্র সমীক্ষা

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা মুরাদপুর গ্রামের কোন প্রথার উপর একটি গবেষণা করতে গিয়ে দেখলাম এই গ্রামের উত্তরদাতার উপার্জন বিষয় বলতে গেলে ৪০ হাজার টাকার নিচে চাকুরীজীবী আছেন ২৩ জন। ৪০০০০ থেকে ৬০০০০ এর আছেন ২৮ জন। ৬১০০০ হাজার

থেকে ৮১০০০ হাজার এর আছেন ৭ জন। ৮২০০০ হাজার থেকে ১ লাখ আছেন ২৭ জন। ১০০০০০ উপরে আছেন ২৫ জন।

সারনী -৭

উত্তরদাতার বাড়ির ধরন

বাড়ির ধরন	সংখ্যা	%
কাঁচা	36	32%
পাকা	70	63%
অর্ধেক পাকা	4	3%

সূত্র= ক্ষেত্র সমীক্ষা

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয় সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা কোন প্রথার এর উপর গবেষণা করতে গিয়ে মুরাদপুর গ্রামে পৌছালাম আর ওই জায়গায় আর বেশ কিছু বাড়ির ধরন লক্ষ্য করলাম। বিভিন্ন ধরনের বাড়িঘর রয়েছে তাদের মধ্যে বেশ কিছু বাড়ি কাঁচা আবার বেশ কিছু বাড়ি পাকা, প্রায় দেখতে গেলে কাচা বাড়ি আছে ৩৬ টি পাকা বাড়ি আছে ৭০ টি এবং অর্ধেক পাকা বাড়ি ৪ টি রয়েছে

সারনী -৮

উত্তরদাতার পরিবারের ধরন

পরিবারের ধরন	সংখ্যা	%
একক	65	59%
যৌথ	45	40%

সূত্র= ক্ষেত্র সমীক্ষা

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে আমরা সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা পণপ্রথার উপর একটি গবেষণা করতে গিয়ে দেখলাম মুরাদপুর গ্রামের কিছু পরিবারের ধরন যেমন কিছু একক পরিবার এবং কিছু যৌথ পরিবার রয়েছে। তাদের মধ্যে একক পরিবার রয়েছে ৬৫ জন। আর যৌথ পরিবার আছে ৪৫ জন।

সারনী - ৯

উত্তরদাতার শিক্ষা

Illiterate	I-V	VI-VIII	IX-XII	BA
11	30	45	13	9

সূত্র= ক্ষেত্র সমীক্ষা

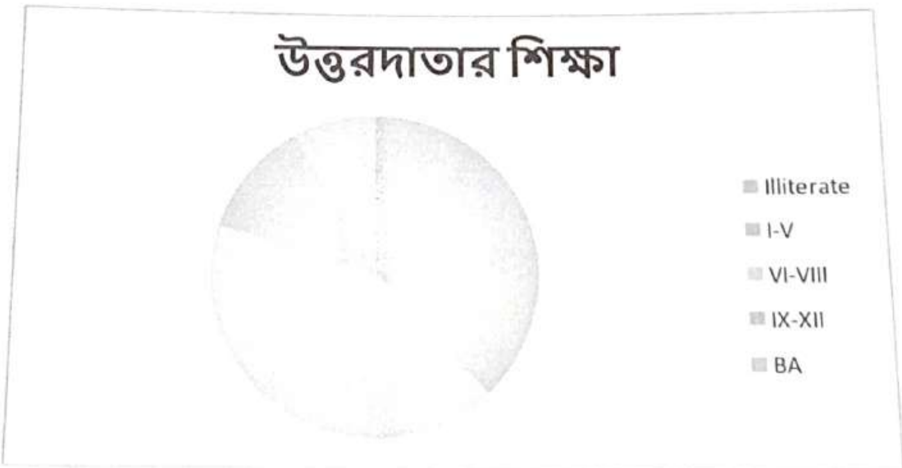

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয় এর ছাত্র-ছাত্রীরা অর্থাৎ আমরা মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথার উপর একটি গবেষণা করতে গিয়ে দেখলাম ওখানকার উত্তরদাতাদের তাদের শিক্ষা বলতে গেলে কেউ অশিক্ষিত, কেউ পাস, আবার কেউ BA রয়েছে। তাদের মধ্যে অশিক্ষিত রয়েছে ১১ জন। I-V রয়েছে ৩০ জন VI-VIII রয়েছে ৪৫জন ও উচ্চ মাধ্যমিক পাস হয়েছে ১৩ জন। বিএ পাস রয়েছেন ৯ জন।

সারনী - ১০

যৌতুকের উপকৃশল

গহনা	13	11%
আসবাবপত্র	19	17%
নগদ টাকা	32	29%
যানবাহন	0	0%
গৃহপালিত পশু	0	0%
কিছু না নেওয়া	46	41%

সূত্র= ক্ষেত্র সমীক্ষা

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীরা মুরাদপুর গ্রামের কোন প্রথার উপর গবেষণা করতে গিয়ে দেখলাম বেশ কিছু পরিবার রয়েছে যারা পন দিয়ে আর কোন নিয়ে যৌতুক নিয়ে বাদ দিয়ে বিয়ে করেছেন তাদের মধ্যে কিছু পরিবার গণা ১৩ টি পরিবার দিয়েছে আসবাবপত্র ১৯ টি পরিবার রয়েছে। যানবাহন কোন পরিবার দিতে হয়নি তাদের মধ্যে কিছু না নেওয়া পরিবার আগে ৪৬ টি রয়েছে।

সারনী - ১১

উত্তরদাতার বিবাহের বয়স

বিবাহের বয়স	সংখ্যা	শতাংশ
11-15	14	12%
16-20	61	55%
21-25	16	14%
26+	16	14%
অবিবাহিত	3	2%

সূত্র= ক্ষেত্র সমীক্ষা

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে আমরা মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথার উপর গবেষণা করতে গিয়ে সেখানে উত্তর দাতাদের বিবাহের বয়স সম্পর্কে দেখলাম যে কিছু পরিবার আছে যারা বয়সের তালিকায় দেখলাম ১১ থেকে ১৫ বছর বয়স আছে ১৪ জন । ১৬ থেকে ২০ বছর বয়স আছে ৬১ জন। ২১ থেকে ২৫ বছর বয়সে আছে ১৬ জন। ২৬ এর বেশি আছে ১৬ জন। অবিবাহিত আছে ৩টি পরিবার।

তৃতীয় অধ্যায়
জীবন বৃত্তি
(CASE STUDY)

CASE STUDY-1

নাম	:	মিরা বেরা দাস
বয়স	:	৪১
লিঙ্গ	:	মহিলা
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	৫ পাস
জাতি	:	জেনারেল
ধর্ম	:	হিন্দু
পেশা	:	কৃষিকাজ ও ঘরবাড়ি দেখাশোনা করা।
বার্ষিক আয়	:	৩০ হাজার।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে মীরা বেরা দাস নামে এক মহিলার বাড়িতে পন প্রথা বিষয় ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারলাম, মিরা দেবী পরিবারটি যৌথ পরিবার মোট সদস্য ১০ জন। তার পরিবার প্রধানকর্তা তার স্বামী পূর্ণ দাস। তাদের বাড়ি কাঁচা। তারা পেশায় কৃষি কাজ করেন। তবে মিরা বেরা দাস বললেন তার বিয়ে ২০২১ সালে হয়েছে মাত্র ১৯ বছর বয়সে। বিয়ের সময় তার স্বামীর বয়স ছিল ২৪ বছর। তিনি জানান তার বিয়েতে পন দিতে হয়েছিল। তার পিতাকে নগদ টাকা পয়সা দিতে হয়েছিল তবে তার সঙ্গে তার পরিবারের লোকের ও স্বামীর সম্পর্ক ভালো ছিল। বিয়ের পর পনের জন্য তার ওপর কোন অত্যাচার হয়নি। তবে তিনি বলেন বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি পন প্রথা সমর্থন করেন না। আর বলেন যে সম্পূর্ণভাবে পন দিতে না পারায় অনেক সময় বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে। তার মেয়ে সন্তান রয়েছে। তাই মিরা বেরা দাস বলেন তাকেও পন দিতে হবে। তিনি বলেন বিয়ে দেওয়ার সময় মেয়েদের জন্য তিনি সতর্কতা অবলম্বন করবেন। তার ব্যক্তিগত ভাবে বলেন সমাজকে সঠিক হতে হবে সচেতন ও তার মাধ্যমে তবে পণপ্রথা তিনি বলেন এটি বৈধ কাজ নয়। অবৈধ বিষয় এটি দূর করা খুব প্রয়োজনীয়।এর কারণ অশিক্ষা। এর অনেক কারণ আছে। তিনি বলেন যে পন দেওয়া ও নেওয়ার পক্ষে না। তবুও তাকে তার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য পণ দিতে হবে। তিনি শেষমেষ বলেন যে পণপ্রথা দূর করতে হলে সরকারি পদক্ষেপ নিতে হবে। সামাজিক সচেতন হতে হবে।

CASE STUDY-2

নাম : মনিবালা প্রধান
বয়স : ৫০
লিঙ্গ : মহিলা
শিক্ষাগত যোগ্যতা : প্রাইমারি
জাতি : SC
ধর্ম : হিন্দু
পেশা : গৃহকর্তি
বার্ষিক আয় : পঞ্চাশ হাজার টাকা

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে মনিবালা প্রধান মহিলার বাড়িতে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে পণপ্রথার বিষয়ে উপর জানতে পারি এই মহিলার স্বামী একজন চাকুরিজীবী তাদের পাকা বাড়ি রয়েছে। তারা একক পরিবার হয়ে বসবাস করেন। আর মনিবালা প্রধান জানান যে তাদের ১৯৭০ সালের বিয়ে হয়েছে তারা বিয়ের বয়স ছিল ১৫ বছর। তার স্বামীর বয়স ছিল ৩৩ বছর। তিনি বলেন নগদ টাকা, জায়গা, গহনা দিতে হয়েছিল তার বাবাকে পন হিসাবে। মনিবালা প্রধান বলেন নগদ টাকা দিযে তাকে বিয়েতে বসতে হয়েছিল। তবে তার সঙ্গে তার স্বামীর খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে তাকেও বিয়ের পর কোন অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়নি বলেন। তিনি বলেন তাছাড়া তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে খুব ভালবাসতেন তার ওপর কোনো অত্যাচার হয়নি বিয়ের পর তিনি বলেন। তিনি পণপ্রথার জন্য সমাজ দায়ী। তিনিও বলেন পণ দেওয়া ও নেওয়া বিষয়কে সমর্থন করেন না। তিনি বলেন তার মেয়ে বিয়েতে পন দেবেন না। তিনি 18 বছর বয়সে মেয়ের বিয়ে দেবেন। এই পণ প্রথা হলো ঘৃনাযুক্ত অভিশাপ। এটি দূর করতে হবে। তার প্রথম ধাপ হল সমাজকে সচেতন হতে হবে। আর বলেন পনপ্রথা আছে বলেই অনেক বাবা মায়েরা মেয়ের বিয়ে দিতে চায় না। সরকার পনপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। পন প্রথা দূর করবার জন্য তিনি পরামর্শ হিসাবে বলেন সমাজের শিক্ষার ও পরিবর্তনের মাধ্যমে দূর করা যাবে।

CASE STUDY-3

নাম : হিমাংশু মাইতি
বয়স : ৫৩
লিঙ্গ : পুরুষ
শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফোর পাস
জাতি : জেনারেল

CASE STUDY-6

নাম	:	প্রতিমা মাইতি
বয়স	:	৩৮
লিঙ্গ	:	মহিলা
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	এইট পাশ
জাতি	:	SC
ধর্ম	:	হিন্দু
পেশা	:	গৃহকর্মী
বার্ষিক আয়	:	৬০ হাজার

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে পনপ্রথার বিষয়ের উপর একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে কিছু পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে জানলাম পণপ্রথা কতটা জোর খাটতে সেই বিষয় প্রতিমা মাইতির পরিবার জানালো তাকেও তার বিয়েতে তার বাবা বাড়ির লোকেরা পণ দেয় নি। তবে আসবাবপত্র ও তার স্বামীকে হার আংটি এগুলি দিয়েছিল। তার বিয়ের সময় বয়স হয়েছিল ১৪ বছর তার স্বামীর বয়স ছিল ২১ বছর। তার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো। তিনি জানান পণ প্রথাকে সমর্থন করেন নি । তিনি মনে করেন পণপ্রথা একটি জ্বলন্ত বিষয় এটি আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি করে বলে বন্দনা দেবী বলেন। এই পণের জন্য অনেকের বাবা-মায়েরা মেয়েদের বিয়ে দিতে পারে না । আর অনেক কন্যা সন্তান জন্ম দিতে চায় না। তার মেয়ে রয়েছে তিনি বলেন পন দিয়ে মেয়েকে বিয়ে দেবেন না । তিনি মেয়ের বিয়ে ১৮ বছর বয়সে দেবেন মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি সতর্কতা অবলম্বন করবেন বলেন। তিনি পণপ্রথার আগে ছিল বর্তমান আছে। একে বন্ধ করতে হবে । তার জন্য সমাজকে সচেতন হতে হবে । সব শিক্ষিত ব্যক্তিকে পণ প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে বলে তিনি মনে করেন । তবেই আগামী দিনে পণপ্রথার বন্ধ হবে তিনি দাবী করেন।

জিনিসপত্র দিয়েছিল। আর তার সঙ্গে তার স্বামীর খুব ভালো সম্পর্ক আছে। তার উপর কোন অত্যাচার হয়নি বিয়ের পণ দেওয়া ও নেওয়ার জন্য । তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানান যে পন দিলে মেয়েরা শ্বশুর বাড়িতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয়। তিনি বলেন তার যদি কন্যা সন্তান হয় তাকেও পন দিতে হবে । প্রতিমা দেবী বলেন পন প্রথা একটি জ্বলন্ত বিষয়ের মধ্যে পড়ে। তিনি বলেন অশিক্ষা দারিদ্রতা এগুলো পন প্রথার কারণ না। তিনি বলেন তিনি পন দেওয়ার পক্ষে। এই পণপ্রথা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পনপ্রথার প্রভাব অনেক কিছুই হতে পারে। শেষমেষ তিনি বলেন পনপ্রথা দূর করার জন্য সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

CASE STUDY-5

নাম	:	বন্দনা মাইতি
বয়স	:	৪৪
লিঙ্গ	:	মহিলা
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	থ্রি
জাতি	:	জেনারেল
ধর্ম	:	হিন্দু
পেশা	:	বাড়ির কাজ
বার্ষিক আয়	:	১২০০০ টাকা

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে পনপ্রথার বিষয়ে এর উপর আমরা একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখলাম যে বন্দনা মাইতি নামে এক মহিলার কাছে পনপ্রথা বিষয়ের উপর জানলাম তিনি বললেন এই বিষয়টা অবগত। তাকেও তার বিয়েতে পণ দিতে হয়েছিল। সেই সময় নগদ পাঁচ হাজার টাকা আর ছেলেকে আংটি দিতে হয়েছিল । আর তার বিয়ের সময় বয়স ছিল ১৬ বছর ।তার স্বামীর বয়স ছিল 24 বছর। বন্দনা দেবী বলেন তার স্বামী খুবই ভালো। তার সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক। আর শ্বশুরবাড়িতেও তাকে কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি। তিনি বলেন অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়নি। বন্দনা দেবের দাবি যে তাকে সমাজ পরিবর্তন খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা হওয়া খুবই জরুরী। তিনি বলেন তার যদি মেয়ে সন্তান থাকে তাকে তিনি পন দিয়ে বিয়ে দিতেন কারণ বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী তাকে চলতে হবে। তিনি বলেন পন দেওয়ার পক্ষে তিনি পন প্রথার দূর করার প্রথম পদক্ষেপ নিতে হবে সরকারকে। দ্বিতীয় সমাজকে সচেতন হতে হবে।

ধর্ম	:	হিন্দু
পেশা	:	কাঠমিস্ত্রি
বার্ষিক আয়	:	১২০০০০

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে পন প্রথার বিষয়ে উপর আমরা একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে একটি পরিবারের বিষয়ে জানলাম যে ওই পরিবার গৃহকর্তা শ্রী হিমাংশু মাইতি বলেন তার ১৯৯৪ সালে বিয়ে হয়েছে তার বিয়ের বয়স ছিল মাত্র ৩৫ বছর বয়স। তার স্ত্রীর বয়স ছিল ২৫ বছর। তিনি বলেন তিনি পন না নিয়েই বিয়ে করেছিলেন কিন্তু তিনি আসবাবপত্র পেয়েছিলেন। হিমাংশুবাবুর সঙ্গে তার স্ত্রীর সম্পর্ক খুব ভালো। তিনি বলেন যে তার কন্যা সন্তান রয়েছে, তাই তাকেও পন দিয়ে বিয়ে দিতে হবে। তিনি এটাও বলেন যে তাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করবেন। হিমাংশু বাবু বলেন তিনি তার মেয়ের বিয়ে ১৯ বছর বয়সে দেবেন। কিভাবে পন প্রথা দূর করা যাবে এ বিষয়ে তিনি বলেন সমাজে শিক্ষা সচেতনতা মাধ্যমে পন প্রথা দূর করা যাবে। তিনি বলেন সরকারের উচ্চ শিক্ষায় ও আইনি ব্যবস্থা মাধ্যমে ও উচ্চ পদক্ষেপ এর মাধ্যমে পন প্রথার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি মনে করেন বলে এ কথা জানান।

CASE STUDY-4

নাম	:	প্রতিমা কামিলা দাস
বয়স	:	২২ বছর
লিঙ্গ	:	মহিলা
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	উচ্চ মাধ্যমিক
জাতি	:	OBC
ধর্ম	:	হিন্দু
পেশা	:	শ্রমিক ১০০ দিনের কাজ করেন
বার্ষিক আয়	:	৫০ হাজার টাকা

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে পন প্রথার উপরে একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখলাম সেখানে প্রতিমা কামিলা দাসের পরিবারের সঙ্গে কথা বললাম আর জানতে পারলাম যে সেই পরিবারে মোট সদস্য চারজন আর প্রতিমা দেবী স্বামী একজন কৃষক। তাদের পরিবারটা হলো যৌথ পরিবার। তিনি বলেন যে তার ১৮ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। তার স্বামীর বয়স ছিল ২২ বছর। তিনি পন প্রথা নিয়ে বলেন যে তার বাবাকে কোন পন দিতে হয়নি আর কোন টাকা পয়সা জিনিসপত্র কিছুই দিতে হয়নি কারণ প্রতিমা কামিলা দাসের বাপের বাড়ির গরীব ছিলেন। তাই তারা কিছুই দিতে পারেনি। তারপর বাবার বাড়ি লোকেরা

CASE STUDY-7

নাম : তপন খাটুয়া
বয়স : ৬০ বছর
লিঙ্গ : পুরুষ
শিক্ষাগত যোগ্যতা : পঞ্চম
জাতি : সাধারণ
ধর্ম : হিন্দু
পেশায় : রাজমিস্ত্রি
বার্ষিক আয় : ৩০ হাজার

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামের পণপ্রথার বিরুদ্ধে বিষয়ের উপর আমরা একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে যাই। সেখানে তপন খাটুয়ার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে দেখলাম যে সেই ব্যক্তি তিনি 1985 সালে বিয়ে করেছিলেন । তার বয়স ছিল ১৬ বছর। তার স্ত্রীর বয়স ছিল ১৪ বছর। তিনি বলেন তিনি পন না নিয়ে বিয়ে করেছিলেন। তবে তার শ্বশুরবাড়ি লোকের খুব ভালো ছিল। তারা তাকে নগদ টাকা আসবাবপত্র এগুলো এমনি দেয়। তিনি বলেন তার স্ত্রীও খুব ভালো তার সঙ্গে তিনি ভালোভাবে রয়েছেন ও ভালো সম্পর্ক রয়েছে । তপন বাবু বলেন তার কোন কন্যা সন্তান নেই । পুত্র সন্তান আছে। যদি তিনি তাকে ১৮ বছর বয়সে বিয়ে দিতে দিতেন তাকে পন দিতেন না । কিন্তু মেয়ের বরকে উপযুক্ত ন্যায্য তার পাওনা গুলো দিতেন । তিনি মেয়েকে ১৮ তে বিয়ে দিতেন। তিনি পণপ্রথার বিষয়টিকে সমর্থন করেন না। তিনি মনে করেন পনপ্রথা একটি জ্বলন্ত বিষয়। তপনবাবু বলেন পণপ্রথা হল অভিশাপ তিনি পন দেওয়া এবং নেওয়া কোনোটাতেই পক্ষে নন। তপন বাবু বলেন যে বাবা মা পনকে সমর্থন করেন না তার কন্যার জন্য তারা সঠিক পথে আছেন বলেছেন তিনি বলেন । পণপ্রথার উপরে কঠোরভাবে আইন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আজ এই পনের জন্য সমাজ খারাপ হচ্ছে, তিনি বলেন তাই সরকারের কাছে এর বিরুদ্ধে আবেদন জানিয়ে এটি বন্ধ করতে হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

CASE STUDY-8

নাম : পল্লবী দাস
বয়স : ২৮ বছর
লিঙ্গ : মহিলা
শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চ মাধ্যমিক পাস
জাতি : SC
ধর্ম : হিন্দু
পেশা : চাকুরীজীবী
বার্ষিক আয় : এক লক্ষ

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথার বিষয়ে উপর একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করে দেখলাম এক পরিবার থেকে অর্থাৎ পল্লবী দাসের কাছ থেকে তিনি বললেন পন প্রথার বিষয় তিনি অবগত আছেন। তার বিয়েতে তাকে পন দিতে হয়েছিল তার বাবা-মাকে। তবে টাকা পয়সা, ছেলেকে হার ও আংটি দিতে হয়েছিল। পল্লবী দেবীর সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব ভালো। তিনি বলেন যে শ্বশুরবাড়িতে তিনি খুবই ভালোভাবে আছেন কেউ তার উপর কোন রকম অত্যাচার বা খারাপ ব্যবহার করেননি। কিন্তু আগেকার কথা বর্তমানে কিছু কথা যদি বলেন তিনি বলেন পন না দিতে পারায় মেয়েদের উপর শারীরিক মানসিক নানান ভাবে অত্যাচারিত হতে হয়। পল্লবী দেবী বলেন পন প্রথার জন্য সমাজ এবং মানুষজন দায়ী। পন দিলে মেয়েরা বেশি সমর্থন পায় আর তবে পন দিতে না পারলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। তিনি বলেন পল্লবী দেবী বললেন তার কন্যা সন্তান হয়েছে। তিনি তার বিয়ে পন না দিয়ে ১৮ বছর বয়সে দেবেন। পন প্রথা একটি জ্বলন্ত বিষয়। পন দেওয়া ও নেওয়া কোনটাতেই পক্ষে নন পল্লবী দেবী । তিনি জানান পন প্রথার মেয়েদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেয়। খুব শীঘ্রই পণপ্রথার উপর কড়া ভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে সরকারকে তবেই সমাজে পনপ্রথা দূর করা যাবে বলে তিনি মনে করেন।

CASE STUDY-9

নাম : বিভাস কুইতি
বয়স : ২৩
লিঙ্গ : পুরুষ
শিক্ষাগত যোগ্যতা : সপ্তম পাস
জাতি : সাধারণ
ধর্ম : হিন্দু
পেশা : রাজমিস্ত্রি
বার্ষিক আয় : 20 হাজার

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথার বিষয়ের উপর ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে কথা বলে দেখলাম যে পণপ্রথার একসময় ছিল। তা এক ব্যক্তি বলেন অর্থাৎ বিভাস কুইতি বলেন তিনি 18 বছর বয়সে বিয়ে করেন। তিনি পন ছাড়াই বিয়ে করেন। তার বিয়ের সময় তার স্ত্রীর বয়স ছিল ১৫ বছর । শ্বশুরবাড়ি থেকে তাকে অল্প টাকা, আসবাবপত্র দিয়েছিল। তার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক খুবই ভালো। তিনি পণপ্রথার বিষয়ে বলেন তিনি একদম বিরোধী সমাজে এই বিষয়টিকে তিনি আর নতুন করে ত্বরান্বিত করতে চান না তার এক পুত্র সন্তান আছে, যদি তার কন্যা সন্তান থাকতো তিনি কখনো পন দিতেন না। পণপ্রথা বিষয়টি দূর করবার বিষয়ে তিনি বলেন সমাজে অশিক্ষিত মানুষজন এইগুলো দায়ী। তাই সরকারকে এই বিষয়টিকে খুব ভালো করে নজর দিতে হবে ।সমাজে সোশ্যাল ওয়ার্কারদেরকে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিতে হবে তিনি বলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

সারাংশ ও উপসংহার

প্রত্যেকটি অধ্যায়ের সারমর্ম

এই অধ্যায়টিতে আমি পুরো গবেষণালব্ধ প্রবন্ধটি সারাংশ এবং উপসংহার উপস্থাপিত করতে যাচ্ছি। এই গবেষণা লব্ধ পদ্ধতিতে মোট অর্থাৎ মোট চারটি অধ্যায় রয়েছে। এই অধ্যায় গুলি হল প্রথম অধ্যায় ভূমিকা Introduction দ্বিতীয় অধ্যায় প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ তৃতীয় অধ্যায় জীবন বৃত্তি case study এবং উপসংহার

অতএব আমি প্রত্যেকটির অধ্যায়ের মূল বক্তব্য গুলো নিচের লিপিবদ্ধ করিলাম প্রথম অধ্যায়টিতে যে বিষয়েগুলো উপরে আমি আলোকপাত করেছিলাম অর্থাৎ একজন সমাজতান্ত্রিক হিসাবে আমি যে প্রথম অধ্যায় বিষয়গুলির উপরে জোর দিয়েছিলাম সেই বিষয়গুলি হল প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় অধ্যায়ের মূল বক্তব্য গুলো কোন প্রথার যে একটি সামাজিক সমস্যা সেটি কেন আমাদের কাছে বড় সামাজিক সমস্যা সেই বিষয়টাকে তুলে ধরেছি তার প্রকারভেদ পণপ্রথার ইতিহাস কোন প্রথার তার বৈশিষ্ট্যের এর মধ্য দিয়ে এবং Definition এর মধ্য দিয়ে আলোচনা করার মধ্য দিয়ে তুলে ধরলাম। শুধু তাই নয় এই বিষয়টিতে আমি পুস্তক পর্যালোচনা বিষয় নির্বাচন গবেষণার উদ্দেশ্য গবেষণা লব্ধ পদ্ধতি আর গবেষণা করতে গিয়ে যে সকল অসুবিধা গুলোর মধ্যে আমি ব্যক্তিগতভাবে সম্মুখীন হয়েছি সেইগুলো এই প্রথম অধ্যায়টিতে আমি পুরোটা অর্থাৎ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমি বিস্তারিত ভাবে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমি আলোকপাত করার চেষ্টা রেখেছি এর মাধ্যমে

এই গবেষণালব্ধ পদ্ধতিতে দ্বিতীয় অধ্যায় একটি আমি আলোচনা অর্থাৎ আমরা আলোচনা করেছি যে সেখানে যে গ্রাম মুরাদপুর গ্রামটিতে আমরা গবেষণা করেছি আর পণপ্রথার বিষয়ে এর উপর সার্ভে করতে গিয়েছিলাম। আর সেই সার্ভে করে যে সকল তথ্যগুলো উঠে এসেছে সেই সকল তথ্য ডাটা গুলোকে আমি স্মরণীয় আকারে আমি দ্বিতীয় অধ্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছি এবং এবং শুধু বিশ্লেষণ করেছি যে তা নয় তার শতকরা দেখানোর চেষ্টা করেছি অর্থাৎ সংক্ষেপে সেই তথ্যগুলি হল উত্তর দাতার সংখ্যা এবং জনসংখ্যা উত্তরদাতার বয়স উত্তর দাতার জাতি উত্তরদাতার ধর্ম উত্তর দাতার পেশা উত্তরদাতার উপার্জন দাতার বাড়ির ধরন পরিবারের ধরন উত্তরদাতার শিক্ষা উত্তরদাতার বিবাহের বয়স যৌতুকের উপকৌশল অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে এই বিষয়গুলি উপর দেখানো চেষ্টা করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়টিতে আমি আমার গবেষণালব্ধ এলাকা থেকে যে সমস্ত উত্তর দাতার কাছ থেকে যে সমস্ত কেস স্টাডি জীবনবৃত্তি সংগ্রহ করেছি তাদের জীবনে পুরো

ইতিহাস অর্থাৎ পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি জীবন বৃত্তির মাধ্যমে আমি উত্তর দাতার পুরো জীবনের ইতিহাসটি তুলে ধরেছি আমি পণপ্রথা ডাওরী এর চরিত্র এবং এর বৈশিষ্ট্য এবং পণ কথা স্কোপ পরিধি বোঝানোর চেষ্টা করেছি এর মাধ্যমে।

উপসংহার উপসংহারে একজন গবেষক হিসেবে বলতে পারি একথা বলব এইসব কারণে জন্য এবং খুব ভাবনার জন্য এখনো পণপ্রথা বিষয়টি রয়ে গেছে। এটি একটি সামাজিক ব্যাধি এবং এটি সামাজিক সমস্যা। একজন সমাজতান্ত্রিক হিসেবে যে নৈতিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গুলো যে আমার উপর দায়িত্ব সেই নৈতিক দায়িত্ব গুলো মানুষ চক্ষু দিয়ে দেখানোর আমি চেষ্টা করেছিলাম তাতে আমার মনে হয়েছে এই পদক্ষেপগুলো যদি আমরা গ্রহণ করি আমরা অর্থাৎ আমাদের সমাজ আমাদের সরকার আমরা আমাদের যুব সমাজ আমরা মানে আমাদের শিক্ষিত সমাজ এবং সবাই অর্থাৎ সঙঘবদ্ধভাবে যদি আমরা সবাই এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করি তাহলে আগামী দিনের ভুল হবেনা। অর্থাৎ এই যে একটা অন্ধকারময় প্রথা বাজে প্রথা আমাদের মধ্যে চলে আসছে সেই অভিশাপ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারব বলে আমার মনে হয়েছে আমাদের সবাইকে একত্রিত হয়ে এই প্রথা দূর করতে হবে। বিশেষ করে সরকারি পদক্ষেপ ও সরকারের সাহায্য ও শিক্ষিত সমাজের মানুষের ক্ষমতা ও সাহায্য ব্যাক্তিগত সবাই মিলে এই কুপথা থেকে আমরা মুক্ত হতে পারব।

পরামর্শ এই অন্ধকারময় প্রথাকে আমরা দূর করতে পারব বলে আমার মনে হয়েছে

পণপ্রথার কারণ এবং ফলাফল

পণপ্রথার কারণ:

পণপ্রথার প্রধান কারণ হলো অর্থলোভ অনেক সময় অর্থের লালসায় ছেলের পরিবার ছেলেকে বিয়ে দিতে চায় এবং কিছু দামি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র পাওয়ার লোভে এছাড়াও আমাদের দেশে দারিদ্র বা আর্থিক দুরব্যবস্থা যৌতুকপ্রথা হলো বৃদ্ধির অন্যতম কারণ রাজত্ব তার চাপে বা অভাবের পরে অনেক যৌতুক নিয়ে থাকেন পুরুষ শাস্তিত সমাজের কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস নারীদের উপযুক্ত মর্যাদা দানের বাধা দেয় যা যৌতুক প্রথাতে উদ্‌বুদ্ধ করে । শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসর নারীকে অসমাজ মূল্যহীন ভাবে। আর এর ফলে সৃষ্ট নারীর অভিজ্ঞতা ও অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতার যৌতুক প্রথা সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ। এছাড়া অধিকার হীনতা ও শিক্ষা সামাজিক প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠান জীবন যাপনের বাসনা ইত্যাদি যৌতুক প্রথার অন্যতম প্রথম ও প্রধান কারণ অনেক সময় পিতা ও মাতা কন্যা সন্তানের জন্ম দিতে চায় না এর জন্য পণপ্রথাটি এর মূল কারণ

পণপ্রথার ফলাফল

পণ প্রথার অনেক রকম সামাজিক উপভাব আমরা দেখতে পেয়েছি পণপ্রথার ফলে স্বরূপ হিসাবে আমরা বলতে পারি অনেক জীবনকে নষ্ট বা শেষ করে ফেলেছে। আবার অনেক পরিবার আর্থিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে গিয়েছে সমাজে এদের আর্থিক প্রভাব ক্ষমতা অর্থাৎ সম্পত্তি না থাকা সমাজে এরা অনেকটা নিষ্ঠুর হয়েছে। তাই সমাজে মানুষ জন এবং আমরা এদের অন্যভাবে দেখেছি। এই কু প্রথাকে রোধ করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সেগুলি হল সরকারের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত মানুষকে সচেতন করা উচিত প্রত্যেকটা মেয়ে সচেতন করা উচিত এবং শিক্ষিত করা উচিত ও নিজের পায়ে দাঁড়ানো উচিত এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ হল ছেলেদের শিক্ষিত হতে হবে এবং এদের মানসিকতা পরিবর্তন করা উচিত। বিশেষ করে যুব সমাজকে সচেতন হওয়া উচিত তাদের মানসিক তাকে উজাড় করা উচিত। যদি উদার নামক কোন প্রথা চলবে তবে অনেকের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। তাদের পরিবার নষ্ট হয়ে যাবে অনেকে সামাজিক ভাবে ধ্বংস হবে। অনেকের জীবন বিসর্জন করতে বাধ্য হবে এইরকম সমস্যাগুলো আমাদেরকে বয়ে নিয়ে চলতে হবে।

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়
সমাজবিদ্যা বিভাগ
প্রশ্নতালিকা (Schedule)
বিষয় : পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি
(Dowry as a Social Problem)

১) নাম :

২) বয়স :

৩) জাতি :

৪) ধর্ম :

৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা :

৬) পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা :

৭) পরিবারের প্রধান/ কর্তা :

৮) পরিবারের বার্ষিক আয় :

৯) বাড়ি : ১) কাঁচা ☐
২) পাকা ☐

১০) পেশা :

১১) পরিবারের ধরন :
১) যৌথ ☐
২) একক ☐

১২) আপনার কত সালে বিয়ে হয়েছে ?

১৩) আপনার কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে ?

১৪) আপনার স্বামী/ স্ত্রীর বিয়ের সময় কত বছর বয়স হয়েছিল ?

১৫) পণপ্রথা সম্পর্কে আপনি কি অবগত :
১) হ্যাঁ ☐
২) না ☐

১৬) আপনার বিয়েতে কি পণ দিতে হয়েছিল ?যদি হয় তাহলে কি কি ?

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি
(Reference Book)

1) আহুজা. এম. ১৯৯৬ : 'উইন্ডোজ', নিউ এজ, নিউ দিল্লি।

2) আহুজা. আর. ১৯৯৬ : "সোসিওলজিক্যাল ক্রাইমিনোলজি", নিউ এজ, নিউ দিল্লি।

3) আহুজা. রাম. ১৯৯৭ : "সোশ্যাল প্রবলেম ইন ইন্ডিয়া" রাউত পাবলিকেশন, জয়পুর।

4) চট্টোপাধ্যায়. কে.: ১৯০০, "ডাওরি এজ এ সোশাল প্রবলেম" কলকাতা।

5) চক্রবর্তী. এ. কে.: ১৯৭৩, "সাবজেক্ট অফ সোসিওলজি" কলকাতা পাবলিকেশন।

6) হবআওয়ার. এইচ. টি. ১৯০৬: "মোরালস ইন ইভুলেশান" হবআওয়ার পাবলিকেশন, দিল্লী।

7) নিউবর. জে. এস. ১ ৯১৫: "দা মেটেরিয়াল কালচারাল এন্ড সোশাল ইনস্টিটিউশন অফ দা পিপল" এস পাবলিকেশন, কলকাতা।

8) নিউবর. জে. কে., ১৯১৫: "সোসিওলজিক্যাল ইন্ট্রোডাকশন" দিল্লি পাবলিকেশন, নিউ দিল্লি।

9) নিউবর. এইচ. এস. ১৯০০: "সেলভারি ইজ এ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিস্টেম", দাস পাবলিকেশন, কলকাতা।

10) ডাব্লু ডাব্লু ইন ইন্ডিয়া ওয়েবসাইট (ওয়েবসাইটের নাম)।

পরিশিষ্ট

(Appendix)

১৭) আপনার বাবার বাড়ির লোকেরা কি ভাবে পণ দিয়েছিল ?
১) নগত টাকা ☐
২) জিনিসপত্র ☐
১৮) আপনার সঙ্গে আপনার স্বামীর সম্পর্ক কি রকম?
১৯) বিয়ের পর পণের জন্য আপনার ওপর কোনো অত্যাচার হয়েছিল?
১) হ্যাঁ ☐
২) না ☐
২০) পণের জন্য আপনার বাবার বাড়িতে কোনো সমস্যা হয়েছিল ?
যদি হয়ে থাকে তবে কি রকম সমস্যা হয়েছিল?
২১) পরিবারের মধ্যে আপনি যে অত্যাচারিত হচ্ছেন তার ধরনবলী কীরকম ?
১) শারীরিক ☐
২) মানসিক ☐
৩) উভয়ই ☐
২২) যদি আপনার ওপর অত্যাচার হয়ে থাকে তাহলে কারা করেছিল?
২৩) যদি আপনার ওপর অত্যাচার হয়ে থাকে, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ স্বরূপ কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছিল ? যদি হয়ে থাকে তাহলে কি রকম ?
২৪) পণের জন্য এখনো কি আপনাকে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ?
১) হ্যাঁ ☐
২) না ☐
২৫) আপনার মতে পণপ্রথার জন্য কারা দায়ী ?

২৬) বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে আপনি কি পণপ্রথাকে সমর্থন করেন ?
১) হ্যাঁ ☐
২) না ☐
২৭) আপনার কি মনে হয় পণপ্রথা কোনো পরিবারের আর্থিক সংকট মোচন করে ?
১) হ্যাঁ ☐
২) না ☐
২৮) পণ দিলে কি মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয়?
১) হ্যাঁ ☐
২) না ☐
২৯) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সম্পুর্ন পণ দিতে না পারার কারনে বিবাহ বিচ্ছেদ কি বাড়ছে?
১) হ্যাঁ ☐
২) না ☐
৩০) আপনার মেয়ে সন্তান হলে আপনি কি পণ দেবেন ?

৩১) আপনার মেয়ের বিয়ে কত বছর বয়সে দেবেন ?

৩২) আপনার মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার সময় আপনি কি সতর্কতা অবলম্বন করবেন?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

৩৩) কি ভাবে সমাজে পণপ্রথা দূর করা যাবে ?

ক) শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে ☐

খ) জনমত গঠনের মাধ্যমে ☐

গ) যৌতুক বিহীন বিবাহের মাধ্যমে ☐

ঘ) সচেতনতার মাধ্যমে ☐

৩৪) আপনার মতে পণপ্রথা কি একটি ঘৃণাযুক্ত সামাজিক অভিশাপ ?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

৩৫) পণপ্রথা কি একটি জলন্ত বিষয় ?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

৩৬) আপনি কি মনে করেন অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা, দারিদ্রতা পণপ্রথার একমাত্র কারন ?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

৩৭) আপনি কি পণ দেওয়া ও নেওয়ার পক্ষে ?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

৩৮) আপনি কি মনে করেন পণপ্রথার জন্য বাবা /মায়েরা মেয়ের জন্ম দিতে চায় না?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

৩৯) পণপ্রথা কি মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

৪০) সরকারের কি পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যাবস্থা নেওয়া উচিত ?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

৪১) আপনি বিয়ের সময় 'পণ নয়' বিষয়টিকে তরান্বিত করতে চান ?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

[illegible]) [illegible]

ক) [illegible]

খ) [illegible]

গ) [illegible]

[illegible]) [illegible]

পরীক্ষকের স্বাক্ষর